আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও জেদং-এর জীবন ও কর্মে বইপত্র এবং গ্রন্থাগারের প্রভাব

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস*

গ্রন্থাগারিক, ডঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর

(প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগের ঘটনা। দিনটা ছিল রবিবার, সপ্তাহান্তিক ছুটির দিন। বাড়ির সামনের সেলুনে ক্ষৌরকর্মের জন্য লাইন দিয়েছি। সময় কাটানোর জন্য সেদিনকার খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিয়েছি। হঠাৎ চোখে পড়লো 'আজকাল' পত্রিকার কোন এক রবিবারের কাগজের সাথে দেওয়া ক্রোড়পত্র (supplement), 'রবিবাসর'। ক্রোড়পত্রের সম্ভবত প্রথম প্রবন্ধটাই ছিল তদানীন্তন সম্পাদক, শ্রী অশোক দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্বলিখিত চীন দেশ ভ্রমণের বিবরণ। তাতে বিশেষ করে চীনের রাজধানী শহর বেজিং (পূর্বের নাম পিকিং)-এর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সচিত্র বর্ণনা ছিল। চীনের রাজধানী বেজিংয়ের কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিয়েন আনমেন স্কোয়্যার, মিং রাজাদের প্রাসাদ নিষিদ্ধ নগরী (Forbidden City) এবং চীনের মহান প্রাচীরের (Great Wall) ছবি। বেজিং শহরটাও দেখার মতো। তবে দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখায় চীনের প্রখ্যাত পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্থাপনা ১৮৯৮ খ্রিঃ) প্রসঙ্গও ছিল। এখানেই আমার জন্য ছিল একটা চমকপ্রদ খবর। আধুনিক সমাজতন্ত্রী চীনের জনক, মাও জেদং (পূর্বের উচ্চারণে মাও সে-তুং), নাকি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের একজন সহকারীরূপে (১৯১৮-১৯১৯ খ্রিঃ)। তাঁর কাজ ছিল পাঠকদের জন্য পত্রপত্রিকা বয়ে নিয়ে যাওয়া ও বইয়ের তাকে বই সাজানো।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা মাও জেদং-এর জীবনের শৈশবকাল থেকে যুবাকাল (১৯১৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত সময়ে তাঁর লেখাপড়া, প্রথাগত শিক্ষাঙ্গনের বাইরে গ্রন্থাগারে গিয়ে বই-পত্রপত্রিকা পড়ার অদম্য প্রয়াস, কর্মজীবনের প্রারম্ভে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে চাকরি করা এবং জীবনের প্রথম পত্রিকা সম্পাদনা করার ন্যায় বিষয়গুলি তুলে ধরবো, এবং পরবর্তী জীবনে এক নতুন চীনের অবিসংবাদিত নায়কের ভূমিকায় তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পিছনে এইসব ঘটনাক্রমের কতটা প্রভাব ছিল তা আলোচনা করব।

ক্যাথরিন হ্যালি[১] তাঁর নিবন্ধের ভুমিকাতেই প্রশ্ন করেছেন, "মাও কোথা থেকে বিপ্লবী সত্তা পেয়েছিলেন? একজন মানুষ স্থিতাবস্থা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী নেতাই বা হ'ন কীভাবে?" আর তাঁর জবাব হ'ল, "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান মাও জেদং-এর ক্ষেত্রে তা ছিল গ্রন্থাগারে গিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার ফসল।"

মাও জেদং (জন্ম ১৮৯৩ খ্রিঃ; মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিঃ) ছিলেন বিংশ শতকের চীনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফসল এবং অংশ।[২] তাঁর জন্ম হয়েছিল হুনান প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রাম শাওশান-এর কৃষক পরিবারে। যদিও তিনি নিজের পিতা মাও ইনচাং-কে (যিনি মাও শুনশেং বা মাও লিয়াংবি নামেও পরিচিত) একজন "ধনী কৃষক" বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর পরিবারকে জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট কঠিন পরিশ্রম করতে হ'ত। খুব অল্প বয়স থেকেই মাও ছিলেন একজন উৎসাহী পাঠক। তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বিদ্রোহ এবং অরীতিসিদ্ধ সমর নায়কদের উপর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর

* Email : subal.biswas@bcrec.ac.in